দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

125

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ৫ বছর সিনেট অধিবেশন হয়নি বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি টাকা

আবদুল মালেক ।। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদ সিনেট অধিবেশন ও সিনেট নির্বাচনের ভয়াবহ জট সৃষ্টি হয়েছে। বছরের পর বছর সিনেট অধিবেশন নির্বাচন ও সিনেট অধিবেশন বন্ধ থাকায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিনেট ৮১ সদস্যের। এর মধ্যে ভিসি ও প্রোভিসি ছাড়া ৫ জন সরকারী কর্মকর্তা, ৫ জন সংসদ সদস্য, ৫ জন শিক্ষাবিদ ও ৫ জন গবেষণা কর্মকর্তা যথাক্রমে সরকার, স্পীকার, চ্যান্সেলর ও সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত হন। এছাড়া ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ও ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির জন্য নির্বাচনের বিধান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিনেট নির্বাচন হয়েছিলো ১৯৮৭ সালে। সে হিসেবে তখনিকার নির্বাচিত সদস্যগণের চলতি বছর যুগপূর্তি সম্পন্ন হচ্ছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিনেট অধিবেশন বসেছিলো ১৯৯৫ সালে। বছরে দুই প্রকার সিনেট অধিবেশনের বিধান রয়েছে- সাধারণত জুন মাসে বার্ষিক অধিবেশন বসে। তাতে বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাব উন্নয়ন ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা থাকে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সিনেটের তলবী সভা। ১৯৯৫ সালের ২৯ জুন অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনের পর আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ৫ বছর আর কোন সিনেট অধিবেশন হয়নি। সাবেক ভিসি অধ্যাপক আর আই চৌধুরীর ভিসি পদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় নতুন ভিসি প্যানেল নির্বাচনের জন্য ১৯৯৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিশেষ সিনেট অধিবেশন আহবান করা হয়েছিলো। কিন্তু অধিবেশনের মাত্র একদিন পূর্বে ফরেষ্ট্রির শিক্ষক মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ আহমদ হাইকোর্টে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সেই বিশেষ অধিবেশনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেন। হাইকোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সিনেট অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সে নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও কোন উদ্যোগ নেননি। ফলে চলতি ১৯৯৯-২০০০ সেশনসহ বিগত ৫ বছর যাবত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন বন্ধ রয়েছে। বিগত সময়ে সিনেটে অনেক সদস্য বদল হয়েছেন। নতুন সদস্য এসেছেন। কিন্তু সিনেটে বসার সুযোগ পাননি। সিনেট নির্বাচন ও সিনেট অধিবেশন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান চ্যান্সেলর কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হয়েছেন। এরপর সিনেট কর্তৃক প্যানেল নির্বাচনের যে বিধান রয়েছে সিনেট না বসায় তা সম্ভব হয়নি। এদিকে প্রতিবছর সিনেট অধিবেশন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট সিন্ডিকেট কর্তৃক পাস করা হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। বিগত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। প্রতি অর্থ বছরের শেষার্ধে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হয় জোড়াতালি দিয়ে। সরকার থেকে দাবীকৃত পরিপূর্ণ বাজেট না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও শিক্ষকসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় সংকুচিত হয়ে এসেছে। সিনেট অধিবেশন ছাড়াই গতকাল শনিবার সিন্ডিকেট অধিবেশনে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের বাজেট পাস হয়েছে বলে জানা গেছে।